THE HUNGER PROJECT

আমার স্বাস্থ্য
আমার সুরক্ষা
আমার দায়িত্ব

বরেন্দ্র প্রবাহ

COVID-19
সবাই যদি হন যুক্ত,
গ্রাম হবে করোনামুক্ত

৩৮ বনছায়া, ফিরোজাবাদ, সপুরা, রাজশাহী।
WWW.FACEBOOK.COM/
THP RAJSHAHI REGION
CONTACT NO: 01724244780

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ, রাজশাহী অঞ্চলের ই-নিউজ লেটার

১ম বর্ষ * ৪র্থ সংখ্যা * সোমবার, ২৬ জুলাই ২০২০

সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় করোনামুক্ত কৃষ্ণরামপুর

বাংলাদেশের চিরায়ত গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর একটি অন্যতম রূপ হচ্ছে সংঘবদ্ধ থাকা। পরিবার প্রথাভিত্তিক গোষ্ঠীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূল শক্তি হচ্ছে সম্মিলিত উদ্যোগ, সামাজিক বন্ধন এবং সমষ্টিগত উন্নয়ন। গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে সমবায় দর্শন টেকসই এবং কার্যকরী হাতিয়ার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় এদেশেও সমবায় ব্যবস্থা প্রায় শতাধিক বছর যাবৎ দারিদ্র্য দূরীকরণে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গ্রামীন জনপদের মানুষকে সংগঠিত করে গ্রামের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্ঠায় ক্রমাগত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে চলেছে একেকটি গ্রাম। এমনই একটি গ্রাম কৃষ্ণরামপুর।

নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলাধীন ঘোষনগর ইউনিয়নের গ্রাম এটি। করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারিতে করোনামুক্ত গ্রাম উপহার দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে গ্রামটি। গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে পরিকল্পিতভাবে নানামুখি কর্মতৎপরতায় কৃষ্ণরামপুর সফল হয়েছে। গ্রামের প্রায় ৩শতাধিক পরিবারের ২৬০টিই গরিব। এখানে অর্থের সংকট আছে কিন্তু মানুষদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং একাগ্রতার কোন ঘাটতি নেই। গ্রাম উন্নয়ন দল, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার এবং গণগবেষণা সমিতি সম্মিলিতভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা হাত ধোয়া নিশ্চিত করতে গ্রামের প্রবেশ পথে ৫টি বেসিন স্থাপন করেন। ২৬০টি পরিবারে সাবান এবং মাস্ক বিতরণ করে। শারীরিক দুরত্ব মেনে চলা, বাড়িতেই থাকা, গুজব-অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, নারী, শিশু এবং বয়স্কদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে বাড়ি ভিজিট, মাইকিং এবং ১৫০টি লিফলেট বিতরণ করেন। গ্রামকে সুরক্ষিত রাখতে ৪ দফায় গ্রামে ৭২০ লিটার জীবাণুনাশক স্প্রে করেছেন।

মানুষ যাতে গুজবে কান না দেয় সেজন্য মসজিদে ইমামকে দিয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য দেয়ান। এসময়ে বাড়িতে থাকার জন্য বাল্যবিয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করে ২টি বাল্যবিয়ের আয়োজন পন্ডু করে দেন। কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে ৫০জন কিশোরীকে ২০০ প্যাকেট স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান করেছেন। কিশোরদের বিপথগামিতা প্রতিরোধে গ্রামে ক্যারাম বোর্ড স্থাপন করে খেলার ব্যবস্থা করেন। গ্রামের ৭জন মানুষ কর্ম-সংস্থানের সুবাদে বাইরে অবস্থান করছিলেন, তারা বাড়িতে ফিরে আসলে তাদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করেছেন। কোয়ারেন্টিনে থাকা মানুষদের খাদ্য বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। গ্রামে অসুস্থ্য ২জন মানুষের করোনা পরীক্ষা নিশ্চিত করেছেন। কার্যক্রম শুরুর দিকে গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি ভুটু মিয়ার নেতৃত্বে ৮-১০ জনের টিম কাজ করলেও ক্রমাগতভাবে গ্রামের সকল মানুষ এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। ফলে খুব সহজেই মানুষকে সচেতন করে তোলা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার ব্যাপারে নারী নেত্রী রাজিয়া সুলতানার নেতৃত্বে পাড়ায় পাড়ায় তরুণরা পড়ানোর ব্যবস্থা করেছে। গ্রামে কৃষকদের ধান কাটার জন্য ২২জনের নেতৃত্বে প্রায় ১৬বিঘা জমির ধান কেটে দেয়া হয়েছে। বহিরাগত শ্রমিকদের বাড়িতে না রেখে বিদ্যালয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। একাধিক নারী নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয় নিজেরাই মিমাংসার উদ্যোগ নিয়ে সফল হয়েছেন। টাটকা শাক-সবজি উৎপাদনের গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০টি পরিবারের মাঝে বীজ বিতরণ করেন এবং ৬০টি পরিবারকে শাক-সবজি বিতরণ করেছেন। লকডাউনে খাদ্য সহায়তা বঞ্চিত ৬৫টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দিয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয় করে ৪৫টি পরিবারকে খাদ্যবান্ধক কর্মসূচির সহায়তা নিশ্চিত করেছেন। গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করে প্রায় ৭০০ মিটার রাস্তায় মাটি ভরাট করেছেন। গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে প্রত্যেক বাড়িতে ৩টি করে গাছ রোপন করেন। এছাড়াও ইয়ুথ লিডারদের উদ্যোগে ৩টি নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে। ছাগলের পিপিআর টিকা দিয়ে বর্ষায় ছাগল সুরক্ষা নিশ্চিত করেছেন।

কৃষ্ণরামপুর গ্রামে দীর্ঘদিনের পরস্পর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার বন্ধন অটুট রেখে সবাই বসবাস করে আসছে। এখানে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ, মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে সকলের অংশগ্রহণ করার সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিম্ন আয় বা পেশা বিবেচনা না করে প্রত্যেককে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। নারী এবং প্রতিবন্ধীরা এখানে যথাযথ সম্মান পেয়ে থাকেন। ভুটু মিয়ার নেতৃত্বে সম্পাদক মাসুদ রানা, সদস্য শাহাজান আলী, আ. কাদের ইয়ুথ লিডার জাহিদ আলম, মুকুল হোসেন, জুয়েল রানা, মিম বানু, বিথী বানু, জান্নাতুন নেছা, সাবেকুন নাহার, নারীনেত্রী রাজিয়া সুলতানা সকল কাজেই সার্বিক সহায়তা করে আসছেন।

ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধা ফিরোজা বেওয়া বলেন "আমার গ্রামের মানুষজন আমাকে পদ্ধতি দিয়েছে। হাত ধুতে হবে, মাস্ক পরতে হবে, নিয়ম মেনে চলতে হবে, ঘরে থাকতে হবে। গ্রামের মানুষ আমাকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে। সবাই আমার খোঁজ নেয়। আমি খুব খুশি।"

ইয়ুথ লিডার সুমাইয়া আক্তার সুমনা বলেন "আমরা কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালের পরিসেবা নিশ্চিত করতে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করেছি। আমি এবং অন্যরা তা ব্যবহার করছি। আমার খুবই ভালো লাগছে। আমরা সবাই নিরাপদে আছি।"

গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি ভুটু মিয়া বলেন "সারা বিশ্বে মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে আমরা গ্রামের মানুষকে নিয়ে মিটিং করি। করোনার ভয়াবহতা নিয়ে নিজেরা স্বচ্ছ ধারণা নেই। আমরা আলাপ করি আমাদের করণীয় কি হবে ? হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার, মানুষের গতিবিধি পর্যবেক্ষনের উদ্যোগ নেই। যারা বয়স্ক তাদের ব্যাপারে প্রত্যেককে যত্নশীল হতে বলি। মানুষ শুনেছে এবং এখানে সবাই নিরাপদেই আছি। সবাই যে যার দায়িত্ব পালন করেছে। আমরা সবাই খুব খুশি।"

অদৃশ্য শত্রু করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলে কৃষ্ণরামপুর গ্রাম উন্নয়ন দল অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। উন্নয়নে ক্ষমতায়নের ধারা অব্যাহত রেখে টেকসই উন্নয়নের কতগুলো অভীষ্ট অর্জনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধামুক্তি, সবার সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, মানসম্মত শিক্ষা, নারী-পুরুষের সমতা, বৈষম্য হ্রাসকরণ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, শান্তি-ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ক্ষেত্রে গ্রামীন জনপদের গ্রামটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যার্জনে অগ্রসর। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম এভাবে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে গেলে আমাদের জাতীয় ও বৈশ্বিক অঙ্গিকার পূর্ণ হবে। গ্রামশক্তি জাগিয়ে তোলার মিশনে গ্রাম উন্নয়ন দলের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এটাই সবার প্রত্যাশা।

উপদেষ্টামন্ডলি: মিজানুর রহমান, আল-আমীন মিয়া, জাহিদুল ইসলাম রাসেল, মাসুম রাসেল
সম্পাদনা: আসির উদ্দীন
সম্পাদনা সহযোগি: রাজশাহী অঞ্চলের সকল স্বেচ্ছাব্রতি ও সহকর্মীবৃন্দ
প্রকাশনায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-রাজশাহী অঞ্চল

করতে হবে পর্যাপ্ত ফলের রস পান
ডিম,মাংস ভাল করে সেদ্ধ করে খান